অমৃতা বার্তা

শারদীয়া ও দীপাবলী সংখ্যা ১৪৩০

"পানিহাটি, খড়দহ অঞ্চল ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির এক গৌরবময় ঐতিহ্যে উদ্ভাসিত।"

ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাস

"পানিহাটি-খড়দহ অঞ্চলে ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির এক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। ইং ১০/০২/২০১৮ তারিখে খড়দহ থানার নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে, এই অঞ্চলের কিছু বিশেষ ঐতিহ্যকে সংক্ষিপ্ত চিত্রায়ণের মাধ্যমে একত্রিত করার একটি প্রয়াস হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান (H)

গোবিন্দ কুমার হোম (H)

পানিহাটি মহোৎসবতলা (H)

রাঘব ভবন

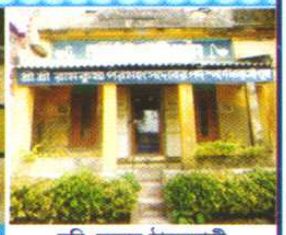
মনি সেনের ঠাকুরবাড়ী

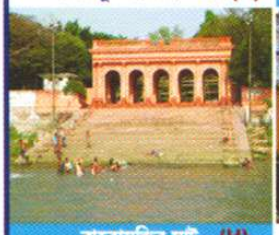
বারোশিব ঘাট (H)

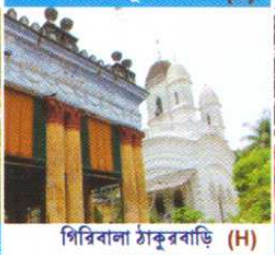
গিরিবালা ঠাকুরবাড়ি (H)

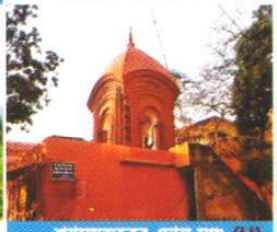
শ্যামসুন্দরের দোল মঞ্চ (H)

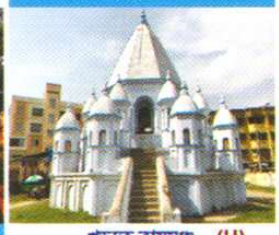
খড়দহ রাসমঞ্চ (H)

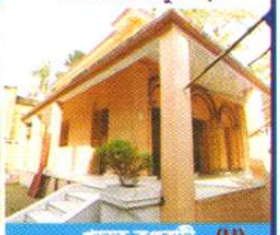
খড়দহ কুঞ্জবাটী (H)

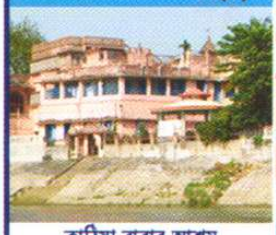
কাঠিয়া বাবার আশ্রম

সুখচর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির

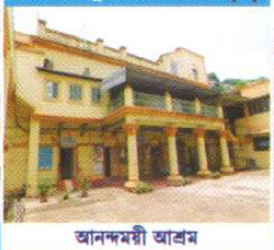
আনন্দময়ী আশ্রম

শ্রীশ্রীভোলানন্দ মঠ

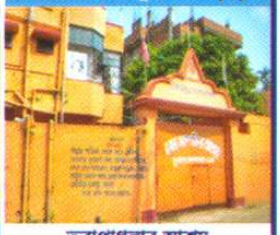
ভবাপাগলার আশ্রম

আরও কয়েকটি দর্শনীয় স্থান - রহড়া রামকৃষ্ণ বালক আশ্রম, সারদা মঠ, মদনমোহনজীউর মন্দির, নব বৃন্দাবন, গোশালা, নাটাগর বৌদ্ধ মন্দির, জি.টি. এস. মন্দির (সুখচর গীর্জা), সাইবাবার মন্দির, হলদে কালিবাড়ি, ইসকন মন্দির, ত্রাণনাথ কালিবাড়ি, পানিহাটি রাসমঞ্চ, সৎসঙ্গ, কৈবল্যমঠ, মহেন্দ্রবাবুর ঠাকুরবাড়ি, নতুন কালি বাড়ি, ছাব্বিশ শিব মন্দির, হরিসভা, অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাবা পঞ্চানন মন্দির, পাইন ঠাকুরবাড়ি, বালক ব্রহ্মচারী আশ্রম, নাটাগর বৌদ্ধ মন্দির, নাটাগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, কারবালা মসজিদ, স্বামী দয়ানন্দ আশ্রম, অন্নপূর্ণা মন্দির, লক্ষীনারায়ণ শ্রীমন্দির, অক্ষয় চৈতন্য সারদা মন্দির, সাপুরিতলা টেরাকোটা শিব মন্দির, রবীন্দ্র উদ্যান আর আছে মনোরম গঙ্গার তীর ও ঘাটের সমাবেশ

দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটিতে শ্রী রামকৃষ্ণের পেনেটিকে মহাতীর্থের মর্যাদা দানের এক ঐতিহাসিক দিন

ডা: শেখর শেঠ

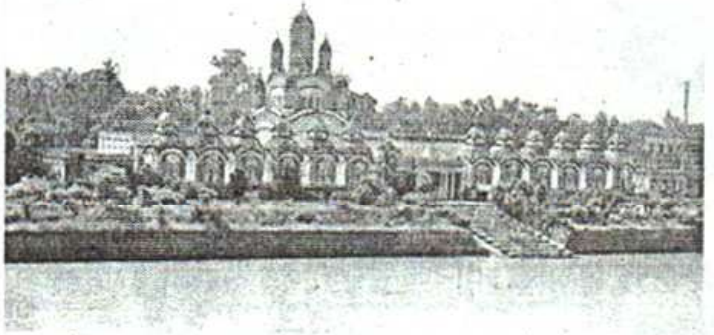

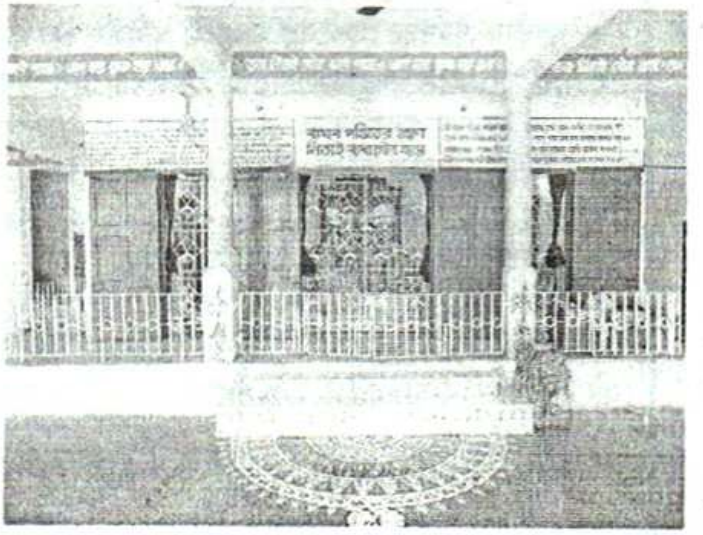

৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে অতীতের পুণ্যহট্ট বর্তমানের পানিহাটির এক পুণ্য স্থান। এক দিকে ব্যবসা বানিজ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি অন্যদিকে একাধিক গঙ্গার ঘাট, মঠ, মন্দিরের এক স্নিগ্ধ পরিবেশে এই অঞ্চল ছিল বিশেষ গরিমাদীপ্ত। শ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লেখ রয়েছে—

পানিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে,
বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে।।

মহাপণ্ডিত রাঘবের বাস ছিল পানিহাটিতে, তাঁর নামেই পানিহাটির রাঘব ভবন। তিনি কেবল শ্রীচৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তা নয়, মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দের এবং চৈতন্য অনুগামীদের আপনজন হয়েছিলেন। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে নীলাচল থেকে গৌড়ে নৌকায় আগমনের পথে শ্রীচৈতন্যদেব রাঘবের পানিহাটির ভবনটিতে রাত্রি বাস করেছিলেন। রাঘবের ভগ্নী দময়ন্তী দেবীর হাতে বন্ধন ছিল তাঁর অতি প্রিয়া। পরবর্তীতে মহাপ্রভুর সারা বৎসরের আহার সামগ্রী "রাঘবের ঝালি" এই পানিহাটি থেকে পুরীতে পাঠানো হত। আজও সেই ঐতিহ্য অমলিন আছে। রাঘব ভবন বৈষ্ণবদের কাছে এক মহা তীর্থস্থান-শ্রীপাট।

বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে পনের ষোল শতকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ছিল বিশেষ তাৎপর্যময়। একদিকে মুসলিম শাসন, অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সমাজের জাতপাত প্রথার প্রবল বাধ্যবাধকতা—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং ধর্মীয় কাঠামো ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। তাঁর আবির্ভাব বাংলা তথা বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই সময় শ্রীচৈতন্যের মানবতাদের প্রবল প্রভাবে আপামর বাঙালি সমাজ এক নতুন দিশা পেল। বাংলা সাহিত্য ও ধর্ম নব প্রাণের স্পন্দনের জেগে উঠল, নতুন করে লেখা হলো বাংলার ইতিহাস-যাকে চৈতন্য রেনেসাঁ বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। এই পানিহাটি সেই সময় হয়ে উঠেছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও ভাব আন্দোলনের এক অন্যতম কেন্দ্র। শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচল থেকে গৌড়ে এসে প্রথম এই পানিহাটিতে রাঘব ভবনে থেকে তিন মাস হরি নাম সংকীর্তনের প্লাবনে জাতিভেদ, ধনী নির্ধনের ভেদাভেদ দূর করে পূর্নজাগরণের মন্ত্রে উদার দিগন্তের প্রসারে এক সামাজিক বন্ধনের মঙ্গলময় দিশার উদয় হলো। অনুষ্ঠিত হল দন্ডমহোৎসব। এক সঙ্গে ছত্রিশ জাতের মানুষ দন্ড মহোৎসবে মিলন, মালসা ভোগ আস্বাদন ও রঘুনাথের শ্রী চৈতন্য কৃপা লাভের এক অভূতপূর্ব ঘটনা—এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এর অনুপম বিবরণ আজও মানুষকে আকৃষ্ট করে চলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও এর আকর্ষণে প্রতি বছর পানিহাটিতে ছুটে আসে। জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

এই দন্ড মহোৎসব নিত্যানন্দের চিড়া দইের মেলা হিসাবেও প্রচলিত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বারে বারে এই মেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন-ঠাকুরের ভক্ত মণি সেনের আমন্ত্রণে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি প্রমুখ আকর গ্রন্থে ঠাকুরের বারে বারে দন্ডমহোৎসবে অংশগ্রহণ ও অনুপম লীলা কাহিনী বর্নিত আছে। ঠাকুর শুধু নিজে আসেন

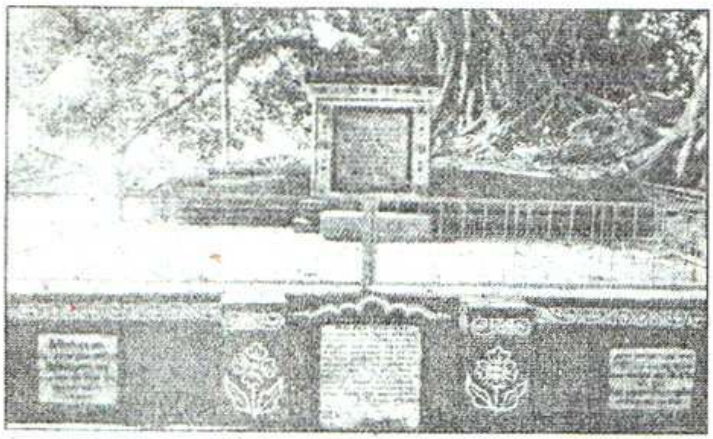

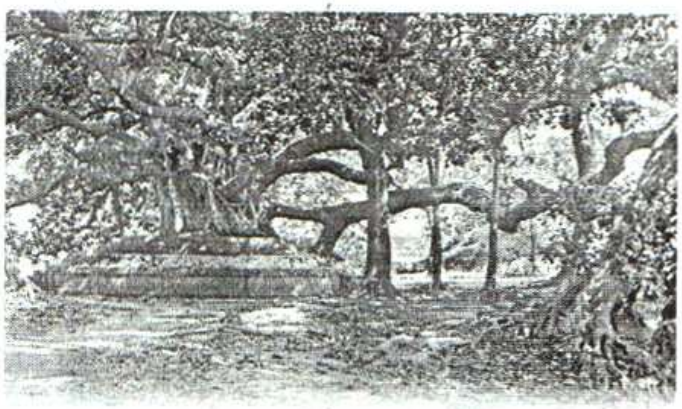

নি-প্রিয় পার্ষদ ও ভক্তদেরও নিয়ে এসেছেন। ঠাকুর তাঁর ভক্তদের বলতেন এবং নিজে সঙ্গে করে পানিহাটির "হরি নামের হাট বাজারে" নিয়ে আসতেন। এই মেলায় ঠাকুর সমাধিস্থ হচ্ছেন, অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করছেন, বাহ্যদশায় গৌর হরির গানে সকলকে আনন্দ সাগরের আস্বাদনে নিমজ্জিত করছেন। সমাধিস্থ ঠাকুরের অঙ্গশোভার বিকিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠত পরিবেশ।

১৮৮৩ সালে ১৮ ই জুন, শ্রীরামকৃষ্ণের পেনেটিতে আগমন: কথামৃতকারের বর্ণনায়। "ঠাকুর সংকীর্তনানন্দে—ঠাকুর কি শ্রীগৌরাঙ্গ?

(দক্ষিণেশ্বর থেকে) এইদিন পেনেটির মহোৎসবক্ষেত্রে গাড়ি পৌঁছিবামাত্র রাম প্রভৃতি ভক্তেরা দেখিয়া অবাক হইলেন—ঠাকুর গাড়িতে এই ানন্দ করিতেছিলেন, হঠাৎ একাকী নামিয়া তীরের ন্যায় ছুটিতেছেন। তাঁহারা অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন যে, নবদ্বীপ গোস্বামীর সংকীর্তনের দলের মধ্যে ঠাকুর নৃত্য করিতেছেন ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। পাছে পড়িয়া যান শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ গোস্বামী সমাধিস্থ দেখিয়া তাঁহাকে অতি যত্নে ধারণ করিতেছেন। আর চর্তুদিকে ভক্তেরা হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্প ও বাতাসা নিক্ষেপ করিতেছেন ও একবার দর্শন করিবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছেন। ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করিতেছেন। বাহাদশায় নাম ধরিলেন—

গান—যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ওই তারা তারা দুভাই এসেছে রে।
যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা তারা দুভাই এসেছে রে!
(যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়) (যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে)

ঠাকুরের সঙ্গে সকলে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছেন, আর বোধ করিতেছেন, গৌর-নিতাই আমাদের সাক্ষাতে নাচিতেছেন। ঠাকুর আবার নাম ধরিলেন, গান—নদে টলমল টলমল করে—গৌরপ্রেমের হিল্লোলে রে। সংকীর্তনরঙ্গ রাঘব মন্দিরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেখানে পরিক্রমণ ও নৃত্য করিয়া, গঙ্গাকুলের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়ির দিকে এই তরঙ্গায়িত জনসঙ্ঘ অগ্রসর হইতেছে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বাড়িতে সংকীর্তন দলের কিয়দংশ প্রবেশ করিতেছে—অধিকাংশ লোকই প্রবেশ করিতে পারিতেছে না কেবল দূর দেশে ঠেলাঠেলি করিয়া উঁকি মারিতেছে। (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙিনা মধ্যে নৃত্য)

ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আঙিনায় আবার নৃত্য করিতেছেন। কীর্তনানন্দে গরগর মাতোয়ারা। মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতেছেন। আর চতুর্দিক হইতে পুষ্প ও বাতাসা চরণতলে পড়িতেছে। হরিনামের রোল আঙিনার ভিতর মুহুর্মুহুঃ হইতেছে। সেই ধ্বনি রাজপথে পৌঁছিয়া সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। ভাগীরথীকে যে সকল নৌকা যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের আরোহিগণ অবাক্ হইয়া এই সমুদ্রকল্লোলের ন্যায় হরিধ্বনি শুনিতে লাগিল ও নিজেরাও 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিল।

পেনেটীর মহোৎসবে সমবেত সহস্র সহস্র নরনারী ভাবিতেছে, **"এই মহাপুরুষের ভিতর নিশ্চই শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। দুই একজন ভাবিতেছে ইনিই বা সাক্ষাৎ সেই শ্রীগৌরাঙ্গ।"** এইবার ঠাকুর নবদ্বীপ গোস্বামীর সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন।

"গৌরাঙ্গের—মহাভাব, প্রেম।" এই প্রেম হলে জগৎ তো ভুল হয়ে যাবেই... "জীবের মহাভাব বা প্রেম হয় না—তাদের ভাব পর্যন্ত। আর গৌরাঙ্গের তিনটি অবস্থা হত। কেমন?" নবদ্বীপ—আজ্ঞা হ্যাঁ অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা আর বাহাদশা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় কেবল নৃত্য করতে পারতেন। বাহ্যদশায় নামসংকীর্তন করতেন।"

"তিনিই লোকশিক্ষার জন্য তোমাদের সংসারে রেখেছেন—তুমি হাজার মনে কর, ত্যাগ করতে পারবে না—তিনি এমন প্রকৃতি তোমায় দিয়েছেন যে, তোমায় সংসারে কাজই করতে হবে।

"কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন—তুমি যুদ্ধ করবে না, কি বলছ?—তুমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে পারবে না, তোমার প্রকৃতিতে তোমায় যুদ্ধ করাবে।"

(সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ—গোস্বামীর যোগ ও ভোগ)

"কৃষ্ণ অর্জুনের সহিত কথা কহিতেছেন—এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থির—চক্ষু পলকশূন্য। নিঃশ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে বুঝা যায় না। নবদ্বীপ গোস্বামী, তাঁহার পুত্র ও ভক্তগণ অবাক্ হইয়া দেখিতেছেন।"

পানিহাটি মহাতীর্থ- ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ রবিবার - শ্রী রামকৃষ্ণের পানিহাটিকে মহাতীর্থের মর্যাদা দান: (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত একাদশ অধ্যায়—দ্বিতীয় পরিচ্ছদ): ঠাকুরের তপস্যা, ঠাকুরের আত্মীয়গণ ও ভবিষ্যত মহাতীর্থ

"রবিবার-বেলা প্রায় একটা দুইটা হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে সেই ছোট খাটটিতে বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে হরি কথা কহিতেছেন। অধর মনমোহন, ঠনঠনের শিব, চন্দ্র, রাখাল, মাস্টার, হরিশ ইত্যাদি অনেকে বসিয়া আছেন, হাজরাও তখন ঐখানে থাকেন। ঠাকুর মহাপ্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।" শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রসঙ্গে ভাব সমাধি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—"চৈতন্য ভক্তির অবতার, জীবকে ভক্তি শিখাতে এসেছিলেন। তাঁর উপর ভক্তি হল তো সবই হল। "চৈতন্যদেবের যখন বাহ্যদশা হত তখন নামসংকীর্তন করতেন। অর্ধ-বাহ্যদশায় ভক্তসঙ্গে নৃত্য করতেন। অর্ন্তদশায় সমাধিস্থ হতেন।"....

"গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখেছিলাম। ভাবে নয়, এই চোখে! আগে এমন অবস্থা ছিল যে, সাদাচোখে সব দর্শন হত! এখন তো ভাবে হয়। "সাদাচোখে গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গ সব দেখেছিলাম। তার মধ্যে তোমায়ও (মাস্টার মশাই শ্রীম) যেন দেখেছিলাম। বলরামকেও যেন দেখেছিলাম। **"কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে। নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর।"....**

"মাকে কেঁদে কেঁদে বলতাম, মা ভক্তদের জন্যে আমার প্রাণ যায়, তাদের শীঘ্র আমায় এনে দে। যা যা মনে করতাম, তাই হত। পঞ্চবটীতে তুলসী কানন করেছিলাম, জপ-ধ্যান করব বলে। ব্যাঁকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হল। তারপরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলি ব্যাঁকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে! ঠাকুরবাড়ির একজন ভারী ছিল, সে নাচতে নাচতে এসে খবর দিলে।

"যখন এই অবস্থা হল, পূজা আর করতে পারলাম না। বললাম, মা, আমায় কে দেখবে? মা! আমার এমন শক্তি নাই যে, নিজের ভার নিজে লই। আর তোমার কথা শুনতে ইচ্ছা করে; ভক্তদের খাওয়াতে ইচ্ছা করে, কারুকে সামনে পড়লে কিছু দিতে ইচ্ছা করে। এ.সব মা, কেমন করে হয়। মা, তুমি একজন বড় মানুষ পেছনে দাও! তাইতো সেজোবাবু এত সেবা করলে।

"আমার বলেছিলাম, মা আমার তো আর সন্তান হবে না কিন্তু ইচ্ছা করে, একটি শুদ্ধ ভক্ত ছেলে, আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও। তাই তো রাখাল হল।"

এই সব আলোচনার শেষে শ্রীম লিখেছেন, —"ঠাকুর আবার পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছেন। মাস্টার সঙ্গে আছেন, আর কেহ না। ঠাকুর সাহায্য তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন। (পূর্বকথা—অদ্ভুত মূর্তি দর্শন—বটগাছের ডাল)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রতি)—দেখ, একদিন দেখি—কালীঘর থেকে পঞ্চবটী পর্যন্ত এক অদ্ভুত মূর্তি। এ তোমার বিশ্বাস হয়?

মাস্টার অবাক্ হইয়া রহিলেন। তিনি পঞ্চবটীর শাখা হইতে ২/১ টি পাতা পকেটে রাখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই ডাল পড়ে গেছে, দেখেছ; এর নিচে বসতাম। মাস্টার—আমি এর একটি কচি ডাল ভেঙে নিয়ে গেছি—বাড়িতে রেখে দিয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কেন?

মাস্টার—দেখলে আহ্লাদ হয়। সব চুকে গেলে এই স্থান মহাতীর্থ হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কিরকম তীর্থ? কি, পেনেটীর মতো? শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যানন্দের পানিহাটিতে দন্ড মহোৎসবের কথা ও শ্রীরামকৃষ্ণের বারে বারে যোগদানের করেছেন শ্রীম-"পেনেটিতে মহাসমারোহ করিয়া রাঘব পণ্ডিতের মহোৎসব হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় প্রতি বৎসর এই মহোৎসব দেখিতে গিয়া থাকেন ও সংকীর্তন মধ্যে প্রেমানন্দে নৃত্য করেন, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তের কাছে ডাক শুনিয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজে আসিয়া সংকীর্তন মধ্যে প্রেমমূর্তি দেখাইতেছেন।"

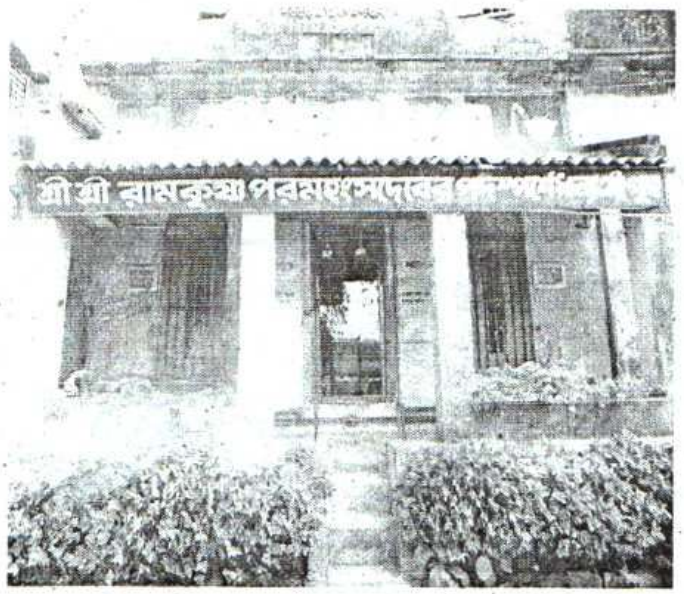

শ্রীরামকৃষ্ণ যে স্থানে পঞ্চবটিতে সাধনা করতেন সেখানেই দক্ষিণেশ্বর প্রসঙ্গে পানিহাটিতে মহাতীর্থের মর্যাদা দান করলেন। শ্বেন / শ্রীরামকৃষ্ণের মননে পেনেটির এক অনন্য সাধারণ প্রভাবের সাক্ষর উপরের শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাষ্টারের কথোপকথন। পেনেটী শুধু তীর্থক্ষেত্র নয় মহাতীর্থ ১৪০ বছর আগে শ্রীমর আকাঙ্খা দক্ষিণেশ্বর ভবিষ্যতের একদিন "মহাতীর্থ" হবে, এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পেনেটি বা পানিহাটির উল্লেখ। তিনি ভারতের অনেক বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণ করেছে। বাংলার বা ভারতের অন্য কোন বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রের কথা বললেন না। গঙ্গার তীরে সাধারণ এক বাহ্যিক আঙ্গীকের পেনেটির আধ্যাত্মিক সম্পদের কথাই কি অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে বর্নিত হল! মহাপুরুষের স্বতঃপ্রণদিত এই ঘোষণা পেনেটীর এক অনন্য গরিমা।

৫০০ বছরেরও আগে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের চরণ স্পর্শে রঞ্জিত পানিহাটিতে মহাপ্রভুর সদা অধিষ্ঠান। ঠাকুরের জীবনের সাথে চৈতন্যদেবের জীবনের অনেক মিল পাওয়া যায়। অনেকের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন "নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব"। সেই পানিহাটিতে বারে বারে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন সকল ভক্ত পার্ষদকে নিয়ে — স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, গিরিশ ঘোষ, স্বামী যোগানন্দ, ভক্ত প্রবর রামচন্দ্র দত্ত, যোগিন মা, মথুর বিশ্বাস, বলরাম বসু ও ভবনাথ প্রমুখ।

১৮৮৩-র এই ৯ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ নি:সৃত তিন পৃষ্ঠার বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যের মহাভাবের প্রসঙ্গে মধ্যে যেন তাঁর আত্মউন্মোচন। মাস্টার মশাই শ্রীমর প্রসঙ্গ উল্লেখ—ভক্তির যোগ, সমধিতত্ব ও মহাপ্রভুর অবস্থা—হটযোগ ও রাজযোগ, ঠাকুরের তপস্যা—ঠাকুরের আত্মীয়গণ ও ভবিষ্যত মহাতীর্থ, গৌরাঙ্গের সাঙ্গপাঙ্গ-তুলসী কানন—সেজোবাবুর সেবা, পূর্ব কথা—অদ্ভুত মূর্তি দর্শন-বটগাছের ডাল। ঐ দিনের আধ্যাত্মিক আলোচনা প্রসঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ও পেনেটি মহাতীর্থ এই অবতার পুরুষের মুখ নী:সৃত ঘোষণা যেন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বারে বারে শ্রীরামকৃষ্ণ পানিহাটি এসেছেন এবং সবাইকে আসার জন্য উৎসাহিত করেছেন। দুই অবতার পুরুষ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ পানিহাটিকে যে ভাবে গৌরবান্বিত করেছেন তা অতুলনীয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরাধীন ভারতবর্ষ যখন পাশ্চাত্য সভ্যতা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বন্দে এক সংকটের সেই সময়ে সমন্বয় ও সনাতন ধর্মের আলোকবর্তিকা নিয়ে উপস্থিত হলেন অবতার পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার সঙ্গে একদল সন্ন্যাসীর দল যার নেতৃত্বে স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পানিহাটিতে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের হরিনামের হাট বাজারের সব ইয়ং বেঙ্গল যারা পরবর্তীতে এক এক জন এক মহীরূপ হয়ে সারা বিশ্বে আধ্যাতিকতা, কর্মযোগ ও জ্ঞান যোগ, শিক্ষা ও সাহস অবলম্বনের ভারতের বাণী তুলে ধরলেন। **বৈষ্ণব চূড়ামণি পন্ডিত ভগবানদাস বাবাজী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সাক্ষাৎ চৈতন্য মহাপ্রভু হিসেবে স্বীকার করেন। ব্রাহ্মসমাজের নেতা কেশবচন্দ্র বলেন—"শ্রীরামকৃষ্ণই ঊনবিংশ শতাব্দীর চৈতন্য" বিবেকানন্দ বলেছেন—ঠাকুর আমাদের অনেকবার বলেছেন—"তিনিই একাধারে চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত।" রামচন্দ্র দত্ত গিরিশঘোষকে বলেছেন—"গিরিশ দাদা, বুঝিয়াছ কি, এবার একে তিন—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত-তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের সমন্বয়ের স্থান হিসাবে তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল এই পেনেটি বা পানিহাটিকে কে নিয়ে?**

দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পেনেটিকে মহাতীর্থের মর্যাদা দান—৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩ এই দিনটি স্মরণ ও উদ্‌যাপন আমাদের সকলের কর্তব্য।